ঔপন্যাসিক চার্লস ডিকেন্স (১৮১২-১৮৭০)

ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসে এক অন্যতম প্রতিনিধি হলেন চার্লস ডিকেন্স। বিশেষত ভিক্টোরিয়া যুগের এমনকি বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসেও তিনি একজন শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যিক।তার হাত ধরেই উপন্যাস সাহিত্যে নতুন রূপ লাভ করেছিল। তৎকালীন সময়ে শিল্পবিপ্লব, অর্থনীতির পরিবর্তন, শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি, সামাজিক জীবনের বাস্তব ছবি ফুটে উঠেছে তার উপন্যাস গুলিতে। দীর্ঘ ৩৫ বছর সাহিত্যিক জীবনে তিনি অনেকগুলি উপন্যাস রচনা করেছেন।তাঁর সেই বিখ্যাত উপন্যাস গুলি আলোচনা করা হলো ------

'পিকউইক পেসাস'- রচনার মধ্যে দিয়ে ডিকেন্সের যাত্রা শুরু।কমেডির আকারে লেখা উপন্যাস টিতে রয়েছে সমসাময়িক কালের ইংল্যান্ডের বিশেষ চিত্রটি।এখানে পিকুই ক চরিত্র বিশেষ আকর্ষনীয়।
কমেডির আকারে লেখা 'অলিভার টুইস্ট' - তাঁর একটি বিখ্যাত উপন্যাস।
শিশু নায়ক অলিভার ছিলেন একজন অনাথ বালক।কিভাবে এই বালকটি অনাহারে অনিদ্রায় দস্যুদের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে স্বাভাবিক জীবন যাপন করছে তারই কাহিনী এই উপন্যাসের বিষয়।

'নিকোলাস নিকোলবি ' উপন্যাসটির নায়ক ও তার বোন অল্প বয়েসে মা - বাবা কে হারিয়ে কাকার কাছে আশ্রয় নেয়। নিষ্ঠুর কাকা তাদেরকে এমন এক স্কুলে ভর্তি করেন যেখানে শুধুই নির্যাতন।
সেই নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে বন্ধু স্নাইক এর সাহায্যে সেখান থেকে পালিয়ে যাই। পরবর্তী কালে কাকা স্নাইক কে মেরে ফেলে, ঠিক তার পরেই কাকা জানতে পারে স্নাইক তার সেই হারিয়ে যাওয়া সন্তান।ফলে সে অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে আত্মঘাতী হয়।

'ওল্ড কিউরিওসিটি সপ ' - উপন্যাস বৃদ্ধ সপ মালিক ও নাতনি লেন এর দারিদ্র্য ,করুন মৃত্যু পাঠকের চোখে জল এনে দেয়। বলাবাহুল্য উপন্যাসটিতে সর্বনাশা জুয়ার করুন পরিনতি দেখানো হয়েছে।'ডোমবি অ্যান্ড সন ' - উপন্যাসটিতে জাহাজ মালিক ডোমবির মেয়ে ফ্লোরেন্স বিয়ে করতে চায় কর্মচারী ওয়াল্টার । ডোম বির তাকে পছন্দ না হওয়ায় ওয়াল্টার কে পাঠিয়ে দেয় ওয়েস্ট ইন্ডিজ এ। পরে তারা জানতে পারে জাহাজ ডুবে ওয়াল্টার মারা গেছে,কিন্তু সে মরে নি। এদিকে ডোম বির অত্যাচারে তার স্ত্রী ও দুই পুত্র মারা যায়।
সব শেষে ওয়াল্টার ফিরে এসে ফ্লোরেন্স কে বিবাহ করে।।

ডিকেন্সের জনপ্রিয় আত্মজীবনী মূলক উপন্যাস হলো 'ডেভিড কপরফিল্ড' ।নিজের জীবনের সুখ দুঃখ ,আশা - নিরাশা কে ফুটিয়ে তুলেছেন এখানে।
জন্মবার ছয় মাস আগে ডেভিডের বাবা মারা যায়,পরে তার মা আরেকজন কে বিবাহ করেন। সৎ বাবার অত্যাচারে ডেভিডের মা মারা যায় এবং ডেভিড বেরিয়ে পড়ে অর্থ উপার্জনের জন্য। দয়ালু উইকফিল্ড এর বাড়িতে ডেভিড পড়াশুনার সুযোগ পায় এবং সেখানে ভালোবাসে আগেন্স কে কিন্তু ডেভিড বিয়ে করে ডোরাকে ।তারপর ডো রা মারা গেলে ডেভিড সেই এগেনস কে বিবাহ করে।

'এ টেল অব টু সিটি জ ' - উপন্যাস টি একটি ইতিহাস আশ্রিত উপন্যাস। ফরাসি ডক্টর এক তরুণীর চিকিৎসা করে জানতে পারে মেয়েটি এক জমিদারের ধর্ষনের শিকার। এ কথা ডক্টর যাতে প্রকাশ করতে না পারে তাই তাকে বন্দি করে।
ডক্টর কন্যা লুসি বড়ো হয়ে ডারণ কে বিবাহ করে এবং তার চেষ্টায় ডক্টর মুক্তি পায়।।

শেক্সপিয়ারের মতোই ডিকেন্সের সাহিত্য ও হাসি কান্না মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে।কমেডির আকাশে ঘোরাফেরা করেছে বিষাদ এবং বিরহের কালো মেঘ।এর হাস্য ও করুন রসই তার উপন্যাস গুলিকে জনপ্রিয় করে তুলেছে। বিশেষত শিশু চরিত্র সৃষ্টি তে তিনি ছিলেন দক্ষ পথিক। ডিকেন্সের উপন্যাস গুলি বহু বিচিত্র ও বর্ণময় মানুষের জীবন বৃত্তের দর্পণ।আর এই কারণেই ডিকেন্স ইংরেজি সাহিত্যে চিরকালের প্রিয় উপন্যাসিক।।